The Daily Star

BSRM
THE ONLY STEEL FACTORY IN BANGLADESH TO RECEIVE THE
GREEN FACTORY AWARD 2025

HIGHEST SELLING CEMENT
for more than 20 YEARS
SHAH CEMENT

# 'Will boycott all matches unless BCB director quits'

## Cricketers warn

STAFF CORRESPONDENT

Amid growing uncertainty over Bangladesh's participation in the upcoming ICC Men's T20 World Cup, Bangladesh Cricket Board was hit with a fresh crisis yesterday when Cricketers' Welfare Association of Bangladesh demanded the immediate resignation of BCB director M Najmul Islam and threatened a boycott from today if he does not step down.

"The remark made by the BCB director [Najmul Islam] has hurt the cricket fraternity greatly and it's not acceptable. We demand his resignation," CWAB president Mohammad Mithun said in an online press meet on Wednesday night.

SEE PAGE 5 COL 6



Rescue officials move a body recovered from the site of a train derailment after a construction crane collapsed onto its carriages, causing several casualties, in Sikhio district, Nakhon Ratchasima province, Thailand, yesterday. Story on page 5. PHOTO: REUTERS

# 'No reconciliation without remorse'

## CA tells former US diplomats

STAFF CORRESPONDENT

Chief Adviser Muhammad Yunus yesterday ruled out the possibility of a truth and reconciliation initiative in Bangladesh due to the continued denial by the former regime of its crimes.



"Time is not right. Where do you start? Truth and reconciliation come when you admit that you were wrong, when you repent and show remorse for your crimes, and when you create the right atmosphere," he told two former American diplomats.

The diplomats, who called on him at the State Guest House Jamuna in Dhaka, asked whether a truth and reconciliation initiative -- similar to post-apartheid South Africa -- was possible in Bangladesh, said the CA press wing in a statement.

Yunus said that as a friend of the late Nelson Mandela, he closely followed South Africa's truth and reconciliation process but saw no possibility of a similar move in Bangladesh at this moment due to the continued denial

SEE PAGE 8 COL 5

# Bangladesh halts on-arrival visas till February 15

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Bangladesh has suspended the on-arrival visa facility for all eligible countries from today until February 15 to prevent any untoward incident during the upcoming election.

Speaking to reporters at the foreign ministry yesterday, Foreign Adviser Touhid Hossain said, "We've been instructed to do so to avoid untoward incidents during the polls. Unexpected people may come here. They should not come here all of a sudden.

"We are not stopping visas. They can still come with regular visas, not on-arrival ones."

Earlier on Monday, the home ministry issued a guideline to streamline entry procedures for foreigners while maintaining security and effective monitoring during the election period.

The guideline said existing policies must be strictly followed when issuing all types of visas, including verification of required documents, and that coordination among concerned agencies should be strengthened.

It had not, however, specified that on-arrival visas were suspended.

The suspension was later confirmed through a Facebook post by the Bhutan Ministry of Foreign Affairs and External Trade, which said the Bangladesh embassy in Thimphu had officially conveyed the decision to suspend on-arrival visas for all eligible countries, including Bhutan.

Asked about the interim government's interest in principle in joining an International Stabilization

SEE PAGE 8 COL 1

# Stick to polls code or face action

## BNP warns nominees

SAJJAD HOSSAIN

The BNP has strengthened internal monitoring of its nominees, stepping up oversight to ensure strict compliance with the electoral code of conduct, so that the party's image is not harmed during the election campaign.

Party insiders said the BNP leadership has instructed candidates and their supporters to follow the election rules strictly, warning that any deviation could damage the party's image and weaken its position at a critical stage of the campaign.

According to party sources, the BNP has already identified around a dozen constituencies where candidates or their supporters allegedly made derogatory or controversial remarks during public meetings or online engagements. In response, the central leadership has sought detailed reports from local units and issued verbal warnings to those concerned.

Senior leaders said the party is keen to avoid statements that could be construed as inflammatory, misleading or in violation of the electoral code.

"Some candidates have made aggressive speeches and even issued threats, which are not acceptable. The party does not want to create any unwanted situation that could benefit its rivals, especially as such speeches spread quickly on social media and tarnish the party's image," said a BNP Standing Committee member, seeking anonymity.

Emran Saleh Prince, BNP joint secretary general, told The Daily Star that the party has repeatedly provided training to its candidates to ensure compliance with the electoral code of conduct.

"We have given candidates training multiple times and issued strict instructions to follow the code of conduct. We also receive guidance on these matters through our internal groups, and we regularly remind candidates to strictly adhere to the rules."

He alleged that leaders and supporters of other parties often make provocative remarks, but no action is taken against them.

"BNP is a major political party, so our candidates remain under constant scrutiny. Candidates from smaller parties are not watched as closely. As a result, even minor mistakes by our candidates are being highlighted and treated as major violations."

SEE PAGE 2 COL 1

# Govt inaction to blame for attacks on press

## Head of media reform commission tells CGS dialogue

STAFF CORRESPONDENT

The government has failed to act on the recommendations of the Media Reform Commission and must therefore bear full responsibility for any harassment or attacks on journalists since the report was submitted, said Kamal Ahmed, who

SEE PAGE 5 COL 4

# Ziaul charged with over 100 killings, disappearances

STAFF CORRESPONDENT

Maj Gen (relieved) Ziaul Ahsan was yesterday charged with three counts of crimes against humanity involving alleged enforced disappearances and murders of 104 people between 2010 and 2013.

A three-member International Crimes Tribunal-1 indicted Ziaul, rejected his discharge petition, and fixed February 8 to begin trial with the prosecution's opening statement and the start of witness testimony.

Tribunal Judge Md Mohitul Hoque Anam Chawdhury read out the charges one by one with Ziaul in the dock and asked whether he pleaded guilty.

SEE PAGE 8 COL 5

লুণ্ঠিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে

পুরস্কার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লুণ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
প্রকৃত সন্ধানদাতাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

পুরস্কারের হার

- পিস্তল ও শটগান: ৫০,০০০ টাকা
- চায়না রাইফেল: ১,০০,০০০ টাকা
- এসএমজি: ১,৫০,০০০ টাকা
- এলএমজি: ৫,০০,০০০ টাকা
- প্রতি রাউন্ড গুলি: ৫০০ টাকা

লুণ্ঠিত অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রকৃত সন্ধানদাতাকে নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সন্ধানদাতার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।

সিটি ব্যাংক পিএলসি
সিটি ব্যাংক সেন্টার
২৮ গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
১৬২৩৪ citybankplc.com

সিটি ব্যাংক

জমি ক্রয় ও ভবন নির্মাণ বিষয়ে সিটি ব্যাংকের ব্যাখ্যা

গত কদিন ধরে নানা গণমাধ্যমে সিটি ব্যাংকের গুলশানে প্রস্তাবিত জমি ক্রয় ও ভবন নির্মাণ পরিকল্পনাকে ঘিরে কিছু বিভ্রান্তিকর সংবাদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা জনগণের সামনে হাজির করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি।

সিটি ব্যাংক পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দেশের শীর্ষ ব্যাংকিং ব্র্যান্ড। এর শেয়ারহোল্ডার কাঠামোয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আইএফসি-র উপস্থিতি ব্যাংকটির করপোরেট গভর্ন্যান্স ও স্বচ্ছতাকে সবসময় প্রশ্নাতীত রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল্যায়নেও আমরা ২০২৫ সালে দেশের ১ নম্বর টেকসই ব্যাংক (আর্থিক ও পরিবেশগত, দুই টেকসই অঙ্কেই)। দেশের অন্যতম লাভজনক ব্যাংক হিসাবে আমরা শেয়ারহোল্ডারদেরকে নিয়মিত লভ্যাংশ দিই এবং এ খাতের অন্যতম শীর্ষ করদাতা হিসাবে অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখি।

এ মুহূর্তে আমাদের প্রধান কার্যালয় ও ব্যাক-অফিস কার্যক্রম ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া নেওয়া ভবনে চলছে। প্রায় ৩৬৫,০০০ বর্গফুট অফিস স্পেসের পেছনে আমাদেরকে প্রতি মাসে ৬.৫০ কোটি টাকা করে ভাড়া গুনতে হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা প্রথমে গুলশানে আমাদের নিজেদের মালিকানার ২০ কাঠা জমিতে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করি। কিন্তু পরে আমাদের ওই নিজস্ব জমির ঠিক পাশের আরেকটি ২০ কাঠা প্লট কেনার সুযোগ তৈরি হলে আমরা ভেবে দেখি, সম্মিলিত ৪০ কাঠা জমির ওপরে আসলেই একটি আন্তর্জাতিক মানের হেড অফিস গড়ে তোলা সম্ভব, যা কিনা এ দেশের ব্যাংকিং খাতের সক্ষমতার স্মারক হয়ে উঠতে পারে। আর বলাই বাহুল্য, আলাদা আলাদা দু জায়গায় বিশ-বিশ চল্লিশ কাঠা জমি এক কথা, আর পাশাপাশি এই দুই জমিকে এক করে একটি একত্রিত ভবন নির্মাণ করা অন্য কথা, কারণ সেক্ষেত্রে স্পেসের ব্যবহার বিরাট বাড়ে এবং নির্মাণ ব্যয়ে বড় সাশ্রয় আসে।

এ পর্যায়ে আমরা হিসাব করে দেখি, বর্তমানে ভাড়া অফিস স্পেসের পেছনে আমরা মাসে যে ৬.৫০ কোটি টাকা ব্যয় করছি (বছরে ৭৮ কোটি টাকা), তা ৭ বছরের মধ্যে বেড়ে দাঁড়াবে মাসে প্রায় ১২.৫০ কোটি টাকা, অর্থাৎ বছরে ১৫০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাশের ২০ কাঠা জমি কেনা ও তাতে বিশ্বমানের একটি ভবন নির্মাণে (বেজমেন্ট ৫ তলা ও দালান ২৩ তলা) সব মিলে যদি ১,১০০-১,২০০ কোটি টাকাও ব্যয় হয়, তাতে বছরে অবচয় (depreciation) বাবদ ব্যয় হবে ৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, ভাড়া অফিস স্পেসের সাপেক্ষে ওই জমি কিনে প্রস্তাবিত ভবনটি নির্মাণ করলে ব্যাংকের মুনাফা বছরে গড়ে বাড়বে প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

এখন জমির দাম প্রসঙ্গে আসি। এ জমি কেনার ক্ষেত্রে ব্যাংক একাধিক দফা দর-কষাকষির পরে প্রতি কাঠা ১৬.৫০ কোটি টাকায় (মোট ৩৩০ কোটি টাকা) কিনতে রাজি হয়। এর আগে, বাজারমূল্য বুঝতে দুটি স্বতন্ত্র ও পেশাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এর দাম যাচাই করি। ওই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে বাজারমূল্য আসে যথাক্রমে ৩৫০ কোটি টাকা (কাঠা ১৭.৫০ কোটি) ও ৩৫৬ কোটি টাকা (কাঠা ১৭.৮০ কোটি)। পরে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্বতন্ত্র পরিদর্শন দল পাঠিয়ে জমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং জমির প্রকৃত বাজারমূল্য নির্ধারণকল্পে ব্যাংকের আবেদন বিশ্লেষণ করেন। একটি কঠোর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিছু মাস সময় নিয়ে সব দিক যাচাই-বাছাই শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি আমাদেরকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেন। জমি কিনতে আমাদেরকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মোট ৩৪৫ কোটি টাকার, যেখানে রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য খরচ যোগ করা আছে। আমরা শতভাগ স্বচ্ছ থাকার কারণে জমির পেছনে কর বাবদ দেওয়া অঙ্কও বেশি এসেছে। তবে এখন পর্যন্ত এই জমি কেনার কাজ সম্পন্ন হয়নি কিংবা ভবন নির্মাণ প্রকল্পে একটি টাকাও ব্যয় করা হয়নি।

এখন আসা যাক ভবন নির্মাণ নিয়ে। প্রস্তাবিত ৪০ কাঠা জমির ওপর ভূকম্পন সহনীয়, এনার্জি-এফিশিয়েন্ট ও গ্রিন বিল্ডিং কনসেপ্ট অনুসরণ করে বিশ্বমানের একটি বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য আমরা সর্বোচ্চ ৮৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ের অনুমতি পেয়েছি, যা একবারে নয় বরং ৭ বছরে পর্যায়ক্রমে ব্যয় করা হবে। এটি আনুমানিক 'সর্বোচ্চ' ব্যয়। আমরা উন্মুক্ত টেন্ডার ও যথাযথ ক্রয়-প্রক্রিয়া মেনে চলবো এবং চেষ্টা করবো যাতে ওই সর্বোচ্চ ব্যয়সীমার নিচে থাকতে পারি।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের ইচ্ছা বাংলাদেশে থেকে আমরা ৪০ কাঠা জমির ওপরে এমন একটি বিশ্বমানের বহুতল ভবন নির্মাণ করবো, যা সামগ্রিক অর্থেই হবে একটি ল্যান্ডমার্ক। আর ঢাকার গুলশান এভিনিউয়ের নর্থ গুলশান এদেশে একটিই আছে। সেখানে একটি নান্দনিক ল্যান্ডমার্ক স্থাপনা এ দেশের ভাবমূর্তিকে যেমন ওপরে তুলবে, তেমনই সিটি ব্যাংকের আঞ্চলিক পর্যায় পার হয়ে বিশ্বমঞ্চে যাবার স্বপ্নেও ভূমিকা রাখবে।

আমরা গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল অনুসন্ধানকে সম্মান করি এবং দেশের কোনো মহল যদি এই দামের চেয়ে কম দামে গুলশান এভিনিউয়ের ওই জমি আমাদেরকে কিনে দিতে সক্ষম হন তো সেটাকে দেশের জন্য ভালো কাজ হিসেবে বরণ করে নিতে আন্তরিকভাবে প্রস্তুত রয়েছি।